# আলোকচিত্রে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় জুলাই ২০২৪

## প্রধান পৃষ্ঠপোষক

প্রফেসর সালেহ্ হাসান নকীব
উপাচার্য

## পৃষ্ঠপোষক

প্রফেসর মোহাম্মদ মাঈন উদ্দীন
উপ-উপাচার্য (প্রশাসন)

প্রফেসর মোহা. ফরিদ উদ্দীন খান
উপ-উপাচার্য (শিক্ষা)

সম্পাদক
প্রফেসর মো. আখতার হোসেন মজুমদার
প্রশাসক, জনসংযোগ দপ্তর

প্রকাশক
প্রফেসর ইফতিখারুল আলম মাসউদ
রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত)

ক্যাপশন রচনা
মো. রাশেদুল ইসলাম
অনুসন্ধান-কাম-তথ্য অফিসার
জনসংযোগ দপ্তর

প্রকাশকাল
জুন ২০২৫

প্রকাশনায়
জনসংযোগ দপ্তর
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মুদ্রক
.....
রাজশাহী

শুভেচ্ছা মূল্য
৬০০ (ছয়শত) টাকা।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

# রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

## উপাচার্যের কথা

জুলাই-আগস্ট ২০২৪ বিপ্লব বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এই বিপ্লবের মাধ্যমে অবসান হয়েছে এক স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার, উৎখাত হয়েছে বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে আসীন হওয়া শাসকগোষ্ঠী। এই বিপ্লবের চালিকাশক্তি হিসেবে সামনের কাতারে থেকে বিপ্লবকে সফল করতে নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ করে এগিয়ে এসেছিল আমাদের ছাত্র-যুব সমাজ। জাতির ক্রান্তিকালে তাদের সাথে সাথে দেশের জনগণ পালন করেছে ঐতিহাসিক এক দায়িত্ব।

২০২৪ সালের সেই বিপ্লবের দিনগুলোকে ধরে রাখতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে উদ্যোগ নেয় তার স্বাক্ষর এই আলোকচিত্র সংগ্রহ। এ থেকে আমরা বিপ্লবের সেই দিনগুলোকে আবার জীবন্তভাবে দেখতে পারবো। অনুভব করতে পারবো মুক্তির সংগ্রামে অকুতোভয় আন্দোলনকারীদেরকে। ইতিহাসের কাছেও এই আলোকচিত্র সংগ্রহ হয়ে থাকবে এক অমূল্য দলিল হিসেবে।

এই আলোকচিত্র সংগ্রহে যে আলোকচিত্রীরা সহযোগিতা করেছেন আমি তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ, পাশাপাশি ধন্যবাদ জানাই এর সম্পাদকসহ আর যাঁরা সংশ্লিষ্ট আছেন তাদেরকেও ।

প্রফেসর ড. সালেহ্ হাসান নকীব
উপাচার্য

১৫ জুন, ২০২৫

# রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

## উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) এর কথা

বাংলাদেশের ইতিহাসে ৩৬ জুলাই এর বিপ্লব এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই বিপ্লব ঘটেছিল সময়ের দাবিতে। বিপ্লবের সূচনায় আমাদের ছাত্র সমাজ মূল ভূমিকা রাখলেও এক পর্যায়ে তা জনআন্দোলনে রূপ নেয়, রাজপথে নেমে আসে লক্ষ লক্ষ আপামর জনসাধারণ। ফলে সে আন্দোলন রূপ নেয় সফল বিপ্লবে।

বিপ্লবের দিনগুলো ছিল আগুন ঝরা। সেই সময়কে ভবিষ্যতের জন্য প্রামাণ্য আকারে তুলে ধরার প্রয়াস আমাদের এই আলোকচিত্র অ্যালবাম। এর মধ্যে দিয়ে আমরা বোঝাতে চেয়েছি সংগ্রামী ছাত্র-জনতার রাজপথে উপস্থিতির বিশালত্বকে।

এই এ্যালবাম বিপ্লবের দিনগুলোকে যথার্থভাবে তুলে ধরতে পারলে আমাদের এই প্রয়াস সফল হবে বলে আমি মনে করি।

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মাঈন উদ্দীন
উপ-উপাচার্য (প্রশাসন)

১৫ জুন, ২০২৫

# রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

## উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) এর কথা

২০২৪ সালের জুলাই মাসে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি ছিল আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তথা গোটা বাংলাদেশের তরুণ-প্রজন্ম যে সাহস, সচেতনতা ও দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছে তা ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

এই আলোকচিত্র সংকলনটি সেই সংগ্রামী সময়ের জীবন্ত দলিল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের প্রতিটি মুহূর্ত, দৃঢ় সংকল্প, অসীম সাহসিকতা, দেশপ্রেমের চেতনা এই ছবিগুলোর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। আমাদের দায়িত্ব, এই মূল্যবান স্মৃতিগুলোকে সংরক্ষণ করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া, যাতে তারা জানে কীভাবে একটি জাতি তার ন্যায় সংগত অধিকারের পক্ষে জেগে উঠেছিল এবং জাতির বুকে জগদ্দল পাথরের মত চেপে থাকা স্বৈরাচারের নিপাত ঘটিয়েছিল।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমি এই প্রয়াসকে আন্তরিকভাবে সাধুবাদ জানাই এবং যারা এই অ্যালবাম তৈরির কাজে নিরলস পরিশ্রম করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

প্রফেসর ড. মোহা. ফরিদ উদ্দীন খান
উপ-উপাচার্য (শিক্ষা)

১৫ জুন, ২০২৫

# সম্পাদকীয়

৩৬ জুলাইয়ের বিপ্লবের দিনগুলোকে স্মরণীয় করে রাখতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে বহুমুখী উদ্যোগ নেয় তার অন্যতম হচ্ছে এই আলোকচিত্র এ্যালবাম। এর জন্য প্রয়োজনীয় আলোকচিত্র সংগ্রহ ও সম্পাদনা করার কাজটি ছিল দুরুহ। কিন্তু আলোকচিত্রগ্রাহক, জুলাই বিপ্লবের সংগঠক ও সমন্বয়ক, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় সে প্রতিকূলতা কাটিয়ে আমরা এই আলোকচিত্র এ্যালবাম প্রকাশ করতে পেরেছি।

বিভিন্ন কারণে ৩৬ জুলাইয়ের বিপ্লব বাংলাদেশের ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাকে ছাপিয়ে গেছে। এই আন্দোলন দমনে যে মাত্রার নৃশংসতা ও প্রাণহানী ঘটেছে তা আগে কখনো ঘটেনি। আজকের ঘটনা আগামীকাল ইতিহাস হয়ে যাবে। সেই ইতিহাসের কাছে সাক্ষী হিসেবে থাকবে এই এ্যালবাম। অনুসন্ধিৎসুদের পাশাপাশি গবেষকদের জন্যও তথ্যের উৎস হবে এই এ্যালবাম।

এ্যালবামের জন্য আলোকচিত্র সংগ্রহ ও বাছাইয়ের মতো কাজে আলোকচিত্রগ্রাহক, বিপ্লবের সংগঠক ও সমন্বয়ক, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যরা যে সহযোগিতা দিয়েছেন তা আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

এই এ্যালবাম আন্দোলনের দিনগুলো সম্পর্কে তথ্যের আকর হয়ে উঠলেই কেবল আমাদের এই প্রয়াস সফল হয়েছে বলে আমি মনে করবো।

প্রফেসর মো. আখতার হোসেন মজুমদার
প্রশাসক

১৫ জুন, ২০২৫

# উৎসর্গিত

৫ আগস্ট ২০২৪-এ রাজশাহীর রক্তমাখা মাটিতে শহীদ সাকিব আনজুম ও শহীদ আলী রায়হানসহ জুলাই '২৪-এর সকল অগ্নিসন্তানদের,
যারা বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মুখে বলেছিল–'এই মাটি কারো জমিদারি নয়, এই দেশ জনগণের।'

এই আলোকচিত্র রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে জ্বলন্ত প্রতিবাদের এক নির্মম দলিল,
যেখানে প্রতিটি ফ্রেমে গাঁথা আছে আঘাত, প্রতিরোধ, আর রক্তমাখা শপথের ইতিহাস।
তাদের মৃত্যু নয়–এ হলো ভবিষ্যতের মশাল হাতে তুলে নেওয়ার আহ্বান।
এই আগুন নিভবে না যতদিন না শেষ হবে "ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী"-দের শাসন।

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই এ্যালবাম শুধুই একটি আলোকচিত্র সংকলন নয়–এটি জুলাই ২০২৪-এ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজপথে জ্বলে ওঠা ছাত্রচেতনার এক ঐতিহাসিক দলিল।

“মতিহারের বহ্নিশিখা” বইটির আলোর মুখ দেখার পেছনে আছে অপ্রকাশে থাকা অনেক ব্যক্তিজন।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই ফটোসাংবাদিক আজহার উদ্দিন, ফটোগ্রাফার তাহাস নুর আদি, পরিসংখ্যান বিভাগের ছাত্র সালামন সাব্বির, এবং অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে প্রতিরোধ-দলিল তুলে আনা তথ্য কর্মকর্তা মো. রাশেদুল ইসলামকে।
রাবির বৈষম্যবিরোধী ছাত্রআন্দোলনের একাধিক সমন্বয়কের নীরব-কিন্তু-ক্লান্তিহীন শ্রম, অনেক অগোচর হাত ও চোখ–সব মিলেই সম্ভব হয়েছে এই বিপ্লবী দলিলের প্রকাশ।

এছাড়াও তৎকালীন সাংবাদিকদের, বিশেষত রাবি প্রেসক্লাব, রাবি সাংবাদিক সমিতি, এবং রিপোর্টার্স ইউনিটির সাংবাদিকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা–যাঁরা আন্দোলনের সত্য ও স্পর্ধা গণমাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন নিরপেক্ষতা ও সাহসিকতার সাথে।

এই বই তাঁদের সকলের। এই বই ছবি আর অক্ষরের ইতিহাস নির্মাণের মিছিল।

# সূচীপত্র

দ্রোহের রাজশাহী

যে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে

দ্রোহের শৈল্পিক প্রকাশ : গ্রাফিতি

# দ্রোহের রাজশাহী

৬ জুন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়–যেদিন বৃষ্টি কিংবা রোদ নয়, আগুনের মতো জ্বলছিল ছাত্রজনতার স্লোগান।

সেই দিন মানববন্ধন নয়, ছিল রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে এক গণঅভিযানের সূচনা।

বিপ্লবী ছাত্ররা দাঁড়িয়েছিল কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে, হাতে প্ল্যাকার্ড–কণ্ঠে লেলিহান দাবানলের মতো স্লোগান।

এই প্রজন্ম বলেছে–'আদেশ নয়, অধিকার চাই।' আদালতের রায় নয়, মেধার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতেই তারা আজ রুখে দাঁড়িয়েছে।

শুধু কোটা নয়–প্রশাসন, রাজনীতি আর আদালতের চক্রব্যূহে যারা আজও জনগণের সাথে প্রতারণা করে, সেই ফ্যাসিবাদের দোসরদের মুখোশ ছিঁড়ে ফেলাই ছিল এই দিনের মূল অঙ্গীকার।

রাষ্ট্রীয় ছত্রছায়ায় পুষ্ট হওয়া নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসী ছায়াকে অস্বীকার করে এই প্রজন্ম বলেছে–'তোমাদের ইতিহাসের শেষ রচনা আমরা লিখে দেবো।'

এই ছিল সেই মুহূর্ত, যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবই নয়, শিক্ষার্থীদের শরীরের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় রচিত হচ্ছিল নতুন বিপ্লবের পাণ্ডুলিপি।

এই ক্যাপশনের পেছনের ছবিটি শুধু একটি মানববন্ধন নয়–একটি জাতির ভিত কাঁপানো সত্যের দলিল।